নটী বিনোদিনী/কিছু জীবন সংলাপ

শিবুলাল শীল

নটী বিনোদিনী তার জীবন যৌবনকে বাধা রেখেছিলেন থিয়েটারের কাছে। যখন কলকাতার শিক্ষিত নাগরিক সমাজ তাকে উপহার দিয়েছে অবজ্ঞা, ঘৃণা আর যন্ত্রণা তখন তথাকথিত অর্দ্ধ শিক্ষিত, সমাজের চোখে পতিতা এই নারী তার জীবনের সুখ ঐশ্বর্য্যের তোয়াক্কা না করে সমাজকে উপহার দিয়েছিলেন এক স্বপ্নের থিয়েটার। পরবর্তীকালে যে থিয়েটারের হাত ধরে বাংলায় এসেছে নবজাগরণ। তৈরী হয়েছে কত গন-আন্দোলন। নারী প্রগতি ও নারী শিক্ষায় নাটকের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কত বক্তৃতা হয়েছে, গবেষণা হয়েছে কিন্তু অদ্ভুতভাবে তৎকালীন পুরুষ কুশীলবেরা যেভাবে সম্মানিত, আলোচিত হয়েছেন সেই প্রেক্ষিতে বাংলা নাটককে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌছে দেওয়া এই বারনারী রয়ে গেলেন সম্পূর্ণ উপেক্ষিতা। পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেন বলে নিজেদেরকে জাহির করেন অদ্ভুতভাবে এই বিষয়ে তারাও সম্পূর্ণ নীরব। আজ দিকে দিকে যখন বিভিন্ন মনিষীদের শতবর্ষ, সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হচ্ছে সম্মান প্রদর্শনের সেই মঞ্চে অবশ্যই উপেক্ষিতা থাকছেন নটী বিনোদিনী। যুগ সাগ্নিককে ধন্যবাদ, ব্রাত্য এই মহীয়সির সাধশতবর্ষ আজ যত ক্ষুদ্র পরিসরেই হোক তারা সেটা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন আলোকিত করতে। আশা করি এই ছোট্ট ঢেউ ধীরে ধীরে সমাজে সঞ্চারিত হবে এবং নটীর জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে বাংলার শিক্ষিত সমাজ সঠিক মূল্যায়নে ব্রতী হবেন। আমরা 'পূজা নাট্যধারার' নট-নটীরা বিভিন্ন সময়ে পালা সম্রাট ব্রজেন্দ্র কুমার দের লেখা পালা 'নটী বিনোদিনী' বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে মঞ্চস্থ করেছি, যার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন নটনায়ক অনিল চ্যাটার্জী। সেই পালাগানের কিছু সংলাপ আমি এখানে উদ্ধৃত করলাম। যার মধ্যেমে নটীর করুণ জীবন কাহিনী কিছুটা প্রকাশ পাবে।

এক

বিনোদ ঃ আপনি নাট্যাচার্য্য?

গিরিশ ঃ তোমার নাম কি?

বিনোদ ঃ আমার নাম বিনোদিনী দাসী। থিয়েটার করতে চাই।

গিরিশ ঃ থিয়েটারে আসতে চাও কেন?

বিনোদ ঃ থিয়েটার আমার বড় ভাল লাগে। তাছাড়া আমার মনে হয় আমার মত

মেয়েদের এই একটাই নিরাপদ আশ্রয়।

গিরিশ ঃ আগে কখনো থিয়েটার করেছ?

বিনোদ ঃ করেছি। তবে তেমন কিছু নয়।

গিরিশ ঃ Good, একটু অ্যাকটিং শোনাতে পার?

বিনোদ ঃ কি শোনাব বলুন? আপনি আমায় শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে নিন, শেখালে আমি নিশ্চয়ই শিখতে পারবো, আমার বড় সাধ- আমি বড় অভিনেত্রী হই। আমার মন বলছে, আপনার হাতে পড়লে নিশ্চয়ই আমার স্বপ্ন সফল হবে।

গিরিশ ঃ একখানা গান শুনাওতো?

বিনোদ ঃ যেন ঠাঁই পাই তব চরণে (গীত)
(গান করে বিনোদিনী গিরিশ ঘোষের পায়ের উপর পরে যায়)।

গিরিশ ঃ ও! বিনোদ।

বিনোদ ঃ আমাকে থিয়েটারে আশ্রয় দিন। আমি কিছুই জানি না। আপনি পাখীপড়া করে আমায় গড়ে তুলুন আপনি যা বলবেন আমি তাই শুনবো।

গিরিশ ঃ যা বলবো। তাই শুনবে? বেশ। আমার যতটুকু বিদ্যে আছে সব উজার করে তোমায় দেব। দেখি তুমি কত শিখতে পার।

বিনোদ ঃ আপনি আমায় বাঁচালেন। আমি অকৃতজ্ঞ নই। এ উপকার আমি ভুলবো না। আপনার থিয়েটারের জন্যে আমার জীবন পন রইলো।

দুই

আমোদিনী ঃ এস এস রাঙ্গা বাবু। কতদিন পরে এলে, চাকরী করছ বুঝি?

রাঙাবাবু ঃ না মাসি, মামা মারা গেলেন। তার জমিদারীর এখন আমিই মালিক।

বিনোদ ঃ কে এসেছে মা? একি রাঙ্গা বাবু। তুমি কতক্ষণ এসেছ?

রাঙ্গাবাবু ঃ অনেকক্ষণ।

বিনোদ ঃ কবে এলে?

রাঙ্গা ঃ আজ সকালেই এসেছি। গাড়ী থেকে নেমেই শুনি কাগজওয়ালারা চিৎকার করছে নটীকুল সম্রাজ্ঞী বিনোদিনীর আশ্চর্য্য অভিনয়। একখানা কাগজ কিনে তোমার ছবি দেখলাম। আর মনে হলো প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ হেরিনু দিন যাবে আজ ভাল।

বিনোদ ঃ সশরীরে দেখতে চলে এলে। তোমার রাগ হচ্ছে না।

রাঙ্গা ঃ না বিনোদ ছবি দেখে একটু রাগ হয়েছিল, তোমাকে দেখে তাও জল হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে তুমি যেন যোগাসন থেকে উঠে এলে। আমায় দর্শন দিতে। চরণে তোমার কিঙ্কনীসম সাধ হয় মোর বাজিতে, অঞ্জলী দিতে প্রাণ উচাটন নাহি ফুল মোর সাঝিতে।

বিনোদ ঃ চুপ কর রাঙ্গাবাবু। তোমার কথায় বড় যাদু। কণ্ঠস্বরে বড় মায়া। কতলোক তো আমার কাছে আসে। ভালবাসা জানায়। তাদের কথায় কান জুড়োয়, কিন্তু মন ভরে না। তুমি কখনো জোর করে কিছু নাওনি। না পেয়েও হাসি মুখে ফিরে গেছ। বেশ সুখে আছ তো?

রাঙ্গা ঃ খুব সুখে আছি। মামা মারা গেছেন। আমিই তার সম্পত্তির মালিক। অর্থ, মান, যশ কিছুরই অভাব নেই।

বিনোদ ঃ বউ কেমন হইছে গো।

রাঙ্গা ঃ রুপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী। একটি ছেলে হয়েছে।

বিনোদ ঃ আমাকে যদি বিয়ে করতে এসব কিছুই পেতেনা।
রাঙ্গা ঃ কিছুইতো আমি চাইনি শুধু তোমাকেই চেয়েছিলাম।
বিনোদ ঃ চেয়ে পাওনি কেন জান?
রাঙ্গা ঃ কেন বিনোদ?
বিনোদ ঃ যে মানুষ বটবৃক্ষের মত অসংখ্য অনাথ আতুরকে আশ্রয় দিতে জন্মেছে, তাকে আমি স্বার্থপরের মত ছিনিয়ে নিয়ে নষ্ট করতে চাইনি রাঙ্গাবাবু।
রাঙ্গা ঃ কিন্তু তুমি তো আমায় ভালবাসতে বিনোদ।
বিনোদ ঃ ভুল বুঝেছ। ভালবাসা আমাদের থাকতে নেই আমি যে আজন্ম অভিনেত্রী।
রাঙ্গা ঃ অভিনেত্রীরা তো ঘৃণার পাত্রী নয়। এও এক সাধনার জগৎ। অভিনয় করে যাও জীবন সার্থক হয়ে যাবে।
বিনোদ ঃ আর বুঝি তা হয় না রাঙ্গাবাবু। প্রতাপ জহুরীর থিয়েটারে আর আমরা থাকতে পারছিনা।
রাঙ্গা ঃ এক মনিব যাবে, আর এক মনিব আসবে।
বিনোদ ঃ কে আসবে।
রাঙ্গা ঃ আমি যদি আসি।
বিনোদ ঃ তুমি থিয়েটার কিনে নেবে?
রাঙ্গা ঃ কিনবে তুমি টাকা দেব আমি।
বিনোদ ঃ কি স্বার্থ তোমার?
রাঙ্গা ঃ তোমার মুখের হাসি অক্ষুন্ন থাকবে এই স্বার্থ।
বিনোদ ঃ না না তা হয় না রাঙ্গাবাবু। যে দানের প্রতিদান দিতে পারবো না সে দান আমি নেব না। যাও তুমি আমার এখানে এসো না।
রাঙ্গা ঃ আসবো বৈকি। তুমি না বললেও আসবো।
বিনোদ ঃ কেন আসবে? তোমার স্ত্রী আছে।
রাঙ্গা ঃ তাকে আমি অনাদর করিনি বিনোদ।
বিনোদ ঃ তোমাকে আমি প্রত্যাখ্যান করছি, তবু তোমার লজ্জা হয় না?
রাঙ্গা ঃ ভালবাসায় লজ্জার স্থান নেই। আজ আমি চলে যাচ্ছি আবার আমি আসবো বিনোদ।
বিনোদ ঃ কথা শোন রাঙ্গাবাবু এখানে এলে লোকে তোমার নামে কলঙ্ক দেবে।
রাঙ্গা ঃ তোমারও লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।

তিন

বিনোদ ঃ ওই আবার কোন কাপ্তান এল। এরা আমায় পাগল করবে।
গুর্মুখ ঃ তোমহারি নাম বিনোদ বিবি আছে না?
বিনোদ ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।
গুর্মুখ ঃ তুমি বহুত আচ্ছা অ্যাকটিং করতে পারে। আউর দেখনে ভি বহুত বহুত খুবসুরৎ আছে।
বিনোদ ঃ শুনে খুশি হলুম। আপনি এখন আসুন।
গুর্মুখ ঃ আরে ঠ্যারো ঠ্যারো, হামি কমসে কম আট রোজ তোমহারা ইয়ে তাজ্জব কি খেল দেখল। তুমারা একট্রিন তোমারা গান হামাকে বুদ্ধু বানাকে দিল। হামি খুশি হোকে রসরাজকী মারফৎ তুমকো একটো নেকলেস ভেজ দিয়েছে। তুম কাহে হামকো বকশিস না করলো বিনোদিনী বিবি।

বিনোদ ঃ আপনারই নাম গুর্মুখ রায়?

গুর্মুখ ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, হামি সমঝালোকি তুমি ও নিকলেস পছন্দ না করে। ওহিকালিয়ে হামি একটা জড়োয়া নেকলেশ নিয়ে আসিল। কামন্ হামি আপনা হাতসে ইয়ে নিজে তোমকো পরাইয়া দেবে।

বিনোদ ঃ না রায়জী আমি থিয়েটারে কাজ করে বেতনপাই। বকশীশ যদি দিতে হয় আপনি প্রতাপ জহুরীকে দিন।

গুর্মুখ ঃ ও শালা পরতপ জহুরীকা নাম হামারা পাশ মাৎ বলো। তুমি নটীকুল সম্রাজনী আছে ন্যাশানাল থিয়েটারকা স্টার আছে। আউর তোমকো তলব পচিশ রুপিয়া?

বিনোদ ঃ তা হোক রায়জী। এতেই আমি খুশী।

গুর্মুখ ঃ কিউ? তোম থিয়েটার ছোড়কে হামকো বন্ যাও হামি তোমকো হাজারো রুপায়া মাসোহারা দিবে বাড়ি, গাড়ি ভি দেবে।

বিনোদ ঃ চাই না আমি বাড়ি গাড়ি। আপনি দয়া করে বেরিয়ে যান।

অমোদিনী ঃ সর্বনাশ করলে মুখপোড়া মেয়ে। ওরে তুই কাকে কি বলছিস। এ কতবড় লোক জানিস কলকাতায় দশখান বাড়ি। পাঞ্জাবের আধখানাই ওর জমিদারী। ওর ভাত কাক চিলে খায়।

বিনোদ ঃ কাক চিলকেই খেতে দাও মা। বিনোদিনী খাবে না।

আমো ঃ দাও বাবা, আর দুশো টাকা বাড়াকে দাও।

গুর্মুখ ঃ দুশো কিউ? হামি আউর পাচশো রুপেয়া দেবে।

আমোদিনী ঃ জয় বাবা ষড়ানন। আর দুঃখধন্দো করতে হবেনা। থিয়েটারের মুখে ঝাঁটা মেরে এসে রানী হয়ে বসগে যা।

বিনোদ ঃ চুপ কর মা চুপকর।

আমো ঃ কেন চুপ করবো? বসো বাবা, বসো থোড়া মিষ্টি মুখ করকে যাও। ওরে বিনি ভদ্রলোককে বিছানায় বসতে দেনা।

বিনোদ ঃ না। আপনি চলে যান রায়জী।

গুর্মুখ ঃ দেড় হাজার রুপেয়া তোমকো পছন্দ না আছে।

বিনোদ ঃ না।

দুর্মুখ ঃ কেতো রুপেয়া চাই, বাতাও বিনোদ বিবি।

বিনোদ ঃ এক পয়সাও চাই না। কারো কেনা বাদী আর আমি হবো না। আপনি দয়া করে করে চলে যান রায়জী।

গুর্মুখ ঃ নেকলেশ ভি না লিবে?

বিনোদ ঃ না, না। কিছু না দিয়ে আমি কিছু নেই না।

গুর্মুখ ঃ বহুত আচ্ছা বিনোদবিবি। হামি ফিন আসবে। এক বাৎ শোন বিনোদবিবি, তোমাকে দিতে ভি হবে আউর লিতে ভি হবে। ইয়েস, লিতে ভি হবে।

আমো ঃ হারামজাদী, এতবড় মানুষটাকে তোর গ্রাহ্য হলেনা না মুখের কথা বল। ভদ্রলোককে ডেকে আনি।

বিনোদ ঃ তোমার পায়ে পড়ি মা, আমায় আর এ পথে টেনে নিওনা। এবার আমাকে ভদ্রভাবে জীবন কাটাতে দাও

আমা ঃ ভদ্রভাবে জীবন কাটাবি। মা দিদিমা যে পথে চলেছে সেপথে চলবিনা তুই? দুর২ দুর২ তুই আমার চোখের সামনে থেকে।

কিছুদিন পর (চার)

বিনোদ ঃ হরিমন মজায়ে লুকায়ে কোথায়। আমি ভব একা দাওহে দেখা, প্রাণ সখা রাখ পায়। হরিমন মজিয়ে লুকায়ে কোথায়।

গুর্মুখ ঃ বহুত আচ্ছা জিন্দারহ্ মেরে পিয়ারী।

বিনোদ ঃ কবে এলে রায়জী?

গুর্মুখ ঃ কাল সামকো আসিয়াছে। আংরাজী আউর বাংলা সব কই কাগজ তোমার বহুত তারিফ করলো তুম দেখা বিনোদ?

বিনোদ ঃ না রায়জী। ওসব দেখার সময় আমার নেই সাধও নেই।

গুর্মুখ ঃ দেখো বিনোদ তোমহারি লিয়ে স্টার থিয়েটার হাজার হাজার রুপেয়া মুনাফা করলো। চৌতন্য লীলা সুপারহীট করলো স্টার থিয়েটারকা নাম বিনোদিনী থিয়েটার হতে না পারলো। হামি দাসুবাবুকো বরখাস্ত করবে?

বিনোদ ঃ না, না, কারো অভিশাপ কুড়িও না রায়।

গুর্মুখ ঃ হামি শুনিয়াছি, দাশুবাবু হরিবাবু তোমহাকে হরব কং ইনস্যাল্ট করে তবভি তোমহারা হুশ না আছে। তুম কেইসা জেনানা?

বিনোদ ঃ এইসাই জেনানা। আমি তোমাকে বলে তাদের চাকরি খেয়ে নি আর ঠাকুর রামকৃষ্ণ আমার উপর থেকে তার অনুগ্রহ সরিয়ে নিন সে আমর সইবে না।

গুর্মুখ ঃ লেকিন থিয়েটার আর হামি রাখবো না।

বিনোদ ঃ না না রায়জী এ আমার পুণ্য ভূমি, বাংলাদেশের এক পবিত্র সাধনাপীঠ। ওকে তুমি ধ্বংস করো না। নিজে না রাখ, আর কাউকে বিক্রী করে দাও। দাশুবাবুরা যদি কিনে নেয়।

গুর্মুখ ঃ চল্লিশ হাজার রুপেয়া দেনে পড়ে গা।

বিনোদ ঃ তার মানে, তুমি থিয়েটার ধ্বংস করতেই চাও। মনে রেখ স্টার থিয়েটার যদি যায় বিনোদিনীও মরবে।

গুর্মুখ ঃ নেহি নেহি তুমি কেন মরবে?

বিনোদ ঃ আমাকে যদি ভালবাস তাহলে আমি যা বলি সেই দামেই বিক্রয় কর। নইলে আমি বুঝবো, ভালবাসা তোমার মুখের কথা।

গুর্মুখ ঃ নেহি বিনোদ, নেহি ভগবান জানে মেরা মহব্বত ঝুটা নেহি।

বিনোদ ঃ তবে থিয়েটারকে বাঁচাও, কমদানে থিয়েটার ওদের বিক্রি কর।

গুর্মুখ ঃ তুমি খুশি হবে?

বিনোদ ঃ ভগবানও খুশী হবে। যতদিন স্টার থিয়েটার থাকবে, ততদিন বাঙ্গালীরাও তোমায় ভুলবে না বায়জী।

গুর্মুখ ঃ আর সবকইকো বাৎ ছেড়ে দেও। তুমি খুশি হোবে, ইসমেই হামকো ষোলআনা লাভ। বহুৎ আচ্ছা বিনোদ তোমার কথায় আমি রাজি আছি। তুম খুস হো যাও তুম খুস হো যাও।

বিনোদ ঃ ছলনা। জীবনভর শুধু ছলনাই করে গেলাম। কুল পাবোনা ঠাকুর, এখনও কি কুল পাবো না।

পাঁচ

অমৃত ঃ বিনোদ-বিনোদ

বিনোদ ঃ কোথা থেকে আসছেন রসরাজ?

অমৃত ঃ বলরাম বসুর বাড়ি থেকে। ঠাকুরকে দেখে এলাম বিনোদ।

বিনোদ ঃ ঠাকুরকে দেখে এলেন? কেমন আছেন আমার ঠাকুর।

অমৃত ঃ ধরার দেবতা বিদায় নিচ্ছে তাকে শেষ দেখা দেখবি না।

বিনোদ ঃ কেমন করে দেখবো আমি যে গণিকা। আমায় ভেতরে যেতে দেয় না। তিনবার চেষ্টা করেছি। তিনবারই ফিরে এসেছি।

অমৃত ঃ আমি সব ব্যবস্থা করেছি। তুই থিয়েটার থেকে সাহেবের পোষাক আনিয়ে নে।

বিনোদ ঃ ছলনা করে তার কাছে গেলে তিনি যদি মুখ না দেখেন?

অমৃত ঃ দেখবেন রে দেখবেন। তারই জন্যে তাঁর কাছে ছলনা করলে কোন পাপ হবে না। জয় শ্রীরামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ।

বিনোদ ঃ জয় শ্রীরামকৃষ্ণ।

ছয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ঃ গিরিশের ভক্তিতেও জোড়া নেই দস্যিপনারও জোড়া নেই। খেতে চাইবোনি মা শুধু একবার দেখা দে মা একটা দিন তোর নাম যেন করতে পারি।

বিনোদ ঃ ঠাকুর আমি এসেছি ঠাকুর।

রাম ঃ কে রে নিমাই? সাহেবের পোষাক পড়ে। খুব ঠকিয়েছিস তো। ওরা আসতে দেয়নি বুঝি?

বিনোদ ঃ তিনদিন আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে এসে ফিরে গেছি। ভক্তরা আমায় প্রবেশ করতে দেয়নি। তাই ছলনার আশ্রয় নিয়েছি ঠাকুর। কিন্তু আপনি আমায় চিনলেন কি করে?

রাম ঃ যাবার সময় চৈতন্যকে না চিনলে কি চলে গো? সেই গানখানা এক কলি গা তো শুনি। চৈতন্য লীলার।

বিনোদ ঃ হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়?
আমি ভবে একা দাও হে দেখা। প্রাণ সখা রাখ পায়।

রাম ঃ মধুর। মধুর। গুরু হরি। হরি গুরু। গুরু হরি। হরি গুরু।

বিনোদ ঃ ঠাকুর আমাদের ছেড়ে আপনি চলে যাবেন?

রাম ঃ কাঁদছিস কেন? জন্মালেই মরতে হবে এই তো বিধাতার বিধান। প্রকৃতির **নিয়ম।**

বিনোদ ঃ তাই বলে যে গলায় এত মায়ের নাম করলেন, সেই গলায়ই এই কাল রোগ হলো?

রাম ঃ এও তো মায়ের খেলা। কল্পতরুর কাছে কত লোক নাকি এয়েছিল। তুই এয়েছিলি?

বিনোদ ঃ না চাইতেই যিনি সব দিয়েছেন তার কাছে চাইবার কিছুনেই।

রাম ঃ ঠিক বলেছিস, মা ঠিক বলেছিস এই তো তোর চৈতন্য হয়েছে মা। যা, আর ভয় নেই গায়ে হলুদ যখন মেখেছিস তখন আর কুমীরে ধরবেনি।
(মন চল নিজ নিকেতনে)

বিনোদ ঃ ঠাকুর।

বিনোদ ঃ রাঙ্গাবাবু। তুমি কি অন্তর্যামী? কাল থেকে আমার মনটা তোমারই দর্শন কামনা করছিল।

রাঙা ঃ তাই আমি এসেছি।

বিনোদ ঃ কোথা থেকে এলে?

রাঙ্গা ঃ থিয়েটার থেকে আসছি। অমৃতবাবু বললে, গুর্মুখ রায় তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছে। থিয়েটার ও তুমি ছেড়ে দিয়েছ। এবার আমার কাছে এসো বিনোদ।

বিনোদ ঃ কখনও তুমি আমায় স্পর্শ করনি। আজ ব্রত ভঙ্গ করলে কেন?

রাঙ্গা ঃ আজ যে তুমি আমার। সব দোর তোমার বন্ধ হয়ে গেছে। তাই আমার দোর খুলে দিয়েছি। এইবার এসো আমার ঘরে।

বিনোদ ঃ রাঙ্গাবাবু? এখনও তুমি চাও আমায় ঘরে নিয়ে যেতে? চোখে তো দেখলে আমার গায়ে কত ধূলো লেগেছে?

রাঙ্গা ঃ সব আমি চোখের জলে ধুয়ে দেব। শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন তার চেয়ে বড় পরিচয় কার?

বিনোদ ঃ আমাকে নিয়ে তুমি সুখী হবেনা রাঙ্গাবাবু। তোমার সমাজ আমায় গ্রহণ করবে না।

রাঙ্গা ঃ টাকা যার আছে, সমাজ তারই কথা কয়।

বিনোদ ঃ কিন্তু তোমার আত্মীয় স্বজন।

রাঙ্গা ঃ আমায় ত্যাগ করবে? ধনীকে কেউ ত্যাগ করে না। ত্যাগ হলো শুধু গরীবের জন্যে।

বিনোদ ঃ রাঙ্গাবাবু, এ মোহ তোমার থাকবে না।

রাঙ্গা ঃ মোহ যদি এ হতো, সবার চোখকে এড়িয়ে গেলেও ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণকে আমি ফাঁকি দিতে পারতাম না। কল্পতরুর কাছে আমি তোমাকে চেয়ে নিয়েছি।

বিনোদ ঃ ছিঃ ছিঃ এত জিনিষ থাকতে কল্পতরুর কাছে এই ক্রিমিকীটকে চাইতে গেলে কেন?

রাঙ্গা ঃ অন্যের চোখে যে ক্রিমিকীট আমার চোখে সে কৌস্তভ রত্ন। এসো বিনোদ। আর দুরে সরে থেকো না।

বিনোদ ঃ আমি আর পারছি না রাঙ্গাবাবু। বারো বছর অভিনয় করেছি, আজ আমার অভিনয়ের শেষ আমাকে তুমি চরণে স্থান দাও।

আমোদিনী ঃ নিয়ে যাও বাবা। আর এখানে ওকে রেখো না। কত গাড়ি এসে দরজায় ভিড় করছে। মেয়েটা এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাবে।

বিনোদ ঃ মা তোমার চোখে জল?

আমোদিনী ঃ কত বকেছি কত হেনস্থা করেছি কিছু মনে রাখিস নে মা। আমার ঘরে কোনদিন শান্তি পাসনি। এবার তুই সুখী হ।

বিনোদ ঃ আমাকে ছেড়ে তুমি কি নিয়ে থাকবে মা?

আমো ঃ ঠাকুরের ছবিখানা রইল। ওই নিয়েই থাকবো। তোমরা সুখে থাক।

রাঙ্গা ঃ আমি ওকে মন্ত্রপড়ে বিবাহ করবো। তুমি সম্প্রদান করবে না?

আমো ঃ ঠাকুর তো সম্প্রদান করেছেন। কাদিসনেরে বিনোদ এতো দিন কেঁদেছিস আজ তো তোর হাসবার দিন। হাসতে হাসতে চলে যা আমি চোখ ভরে দেখি।

বিনোদ ঃ মা তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর সুখে যেন থাকতে পারি মা কেঁদো না কেঁদো না মা।